ইত্তেফাক

তারিখ ... 28.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 7 ...

019

শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে

সম্প্রতি লুব্ধকের স্থান-কাল-পাত্র কলামে পীরগঞ্জের জনৈক বেগারখাটা শিক্ষকের থানা শিক্ষা অফিসারকে ঘুষ দিয়া দরখাস্ত ফরোয়ার্ড করিবার কাহিনী পড়িলাম। লুব্ধক হালাল-হারামের নসিহত দিয়া উক্ত শিক্ষককে বিদায় করিয়াছেন। হয়ত উক্ত শিক্ষক দুই হাজার টাকা ঘুষ দিয়া চাকুরীটি পাইতে পারিতেন, তাহার পরিবার, ছেলে-মেয়ে বাঁচিতে পারিত। কিন্তু লুব্ধকের হালাল-হারামের নসিহত মানিয়া তাহাকে সপরিবারে না খাইয়া থাকিতে হইবে। লুব্ধকের নিকট আবেদন, এই সব সস্তা নসিহত হইতে বিরত থাকুন। একথা বলিতেছি এইজন্য যে, আমি আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রাইমারী শিক্ষয়িত্রীর চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। অথচ আমি এইচ এসসি দ্বিতীয় বিভাগ এবং সি এইড ১ম বিভাগ। ঢাকার ফরিদাবাদ প্রাইমারী স্কুলটি আমাদের বাড়ীর গায়ে লাগানো। আমার কিছু জায়গাও এই স্কুলের জন্য হুকুম দখল করা হইয়াছিল। "এই স্কুলের শিক্ষকের দুইটি পদ খালি আছে" দরখাস্তে এই কথা হেড মাষ্টারকে দিয়া লেখাইয়া রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ডিপিআই বরাবর প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চাকুরী হয় নাই চাকুরী হইয়াছে কোন এক মেজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর। ফরিদাবাদ মেয়েদের স্কুলেও পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জওয়াবে দরখাস্ত দিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। সেখানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার শুধু আইএ পাস এক আত্মীয়া চাকুরী পাইয়াছেন। অন্যত্র যেখানেই খোঁজ নিতে গিয়াছি—শিক্ষয়িত্রীর চাকুরীর রেট দুই হাজার টাকা—সর্বত্রই শুনিতে পাইয়াছি। যাহারা এই রেট বাঁধিয়া দিয়াছেন লুব্ধকের হারাম-হালালের নসিহত কি তাঁহাদের গায়ে লাগিবে? আমার বয়স ৩০-এর কাছাকাছি, —এখনো যদি একটা চাকুরী না পাই, কবে পাইব, কেহ বলিতে পারেন কি? আমিও এই ফরিদাবাদ প্রাইমারী স্কুলে ২ বৎসর বিনা বেতনে কাজ করিয়াছি। অথচ আমার চাকুরী হয় নাই। এখানেই আমার বক্তব্য, এই যে প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী চাহিয়া পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে,—এই বিজ্ঞাপনই হইতেছে দুর্নীতির মূল কেন্দ্র। সিএইড বা পিটিআই পাস করা লোকের তালিকা যখন শিক্ষা বিভাগের নিকট বিদ্যমান, তখন সেই তালিকা হইতে সরাসরি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিলেই তো আর দুর্নীতির ঝামেলা থাকে না। এই তালিকা শেষ হইলে তখন বিজ্ঞাপন মারফত নিয়োগ চলিতে পারে।

—দিলরুবা বেগম, ফরিদাবাদ, ঢাকা।